কোন অবয়ব কল্পনা ছাড়া ওয়্যারশিপ কি সম্ভব?

[যে কেহ উত্তর দিতে পারেন। তবে আমি অনুরোধ করব **জনাব জামিলূল বাসার, জনাব ফতেমোল্লা, জনাব মুশফিক প্রধান,** এবং **জনাব আবদুর রহমান আবিদ** কে তাদের ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতা জানানোর জন্য। আপনাদের উত্তর পেয়ে কারো কারো তো উপকার ও হইতে পারে। সুতরাং এড়িয়ে যাবেন না, প্লিজ।]

ইসলাম ধর্মের কনসেপ্ট অনুযায়ী আল্লাহ নীরাকার (Formless) অর্থাৎ আল্লাহর কোন আকার-আকৃতি বা অবয়ব (Form) নেই। বাস্তবে কোন রকম অবয়ব প্রদান তো দূরের কথা আল্লাহর কোনরকম আকার-আকৃতি কল্পনা করাও নাকি মহা পাপ। আকার-আকৃতির দিক দিয়ে বিবেচনা করলে আল্লাহকে নাথিং/শূন্য/ভ্যাকুয়াম ছাড়া অন্য কিছুই চিন্তা করা যায় না।

হিউম্যান ন্যাচার অনুযায়ী কোন কিছুকে ভালোবাসতে চাইলে বা সন্মান প্রদর্শন করতে চাইলে সবসময় তার একটি প্রতিচ্ছবি সামনে এনে তবেই ভালোবাসা/সন্মান প্রদর্শন করি। যেমন, আমি যখন বলব যে আমি মা'কে ভালোবাসি তার সাথে সাথে মা'র একটি প্রতিচ্ছবি আমার সামনে চলে আসে এমনকি মা আমার থেকে যোজন মাইল দূরে থাকলেও। এমন যদি হতো যে আমি কখনও মা'কে দেখিনাই (এমন তো হতেও পারতো) কিন্তু তাকে ভালোবাসা/সন্মান প্রদর্শন করতে চাই। সেক্ষেত্রে আমি কি করতাম? আমি যেটা করতাম সেটা হইল মা'র একটা কাল্পনিক ছবি (আমার মা মনে হয় এরকম) মনের মধ্যে তৈরী করে নিতাম তারপর সেই ছবির প্রতি আমার সকল অনুভূতি ব্যক্ত করতাম। এখন প্রশ্ন হইলো, আমি যদি কোনভাবেই মা'র একটি অবয়ব (এমনকি কাল্পনিক) মনের মধ্যে অংকন করতে না পারি সেক্ষত্রে আমি মা'কে মনে প্রাণে এবং অবিরামভাবে (perpetually) ভালোবাসতে পারবো কি না। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এটা অসম্ভব। আমি যেখানে কল্পনাও করতে পারছিনা যে আমার মা'টা কেমন হতে পারে সেখানে তার প্রতি আমার ভক্তিশ্রদ্ধা আসবে কোথা থেকে? আর ক্ষণিকের জন্য যদি কিছু একটা অনুভূতি আসেও সেটা তো স্থায়ী হওয়ার কথা না। এখন আমি যদি কোনভাবে কোনরকম একটা অবয়ব কল্পনাও করে নিই কিন্তু সেটাকে যদি ফিজিক্যাল একটা ফর্ম (picture) দিয়ে ধরে না রাখি, সেটা কি চিরস্থায়ী হবে? কারণ সেই ক্ষণিকের অবয়ব পরবর্তীতে আর মেমরীতে নাও তো থাকতে পারে। কিন্তু আল্লাহর ক্ষেত্রে আবার এই ক্ষণিকের কল্পনাও তো করা যাবে না।

নামাজ পড়তে বসলেই আমার মনটা কেমনে কেমনে যেন সপ্তম আসমানে চলে যায়। সেখানে যেয়ে খোঁজাখুঁজি করে কিছু একটা আছে কি না। স্বাভাবিক ভাবেই কিছু খুঁজে পায় না। অবজেক্ট জাতীয় কিছুও কল্পনা করতে পারে না কারণ

আমার মনটা আগে থেকেই জানে যে আল্লাহ নীরাকার, সুতরাং সেটা কল্পনা করাও পাপ। নামাজের মধ্যে কোনরকম গভীরতাই (depthness) খুঁজে পাই না কারণ আমি কল্পনাও করতে পারছি না যে আল্লাহ কেমন। এ অবস্থায় আমার নামাজ শুধুই কি রিচুয়্যালিসটিক (ritualistic) কিছু একটা হয়ে যাচ্ছে না? ফরয, তাই অবশ্যই পড়তে হবে, পড়তে বসে কিছু ছুরা যপতে হবে, হালকা এক্সারসাইজ জাতিয় কিছু অঙ্গভঙ্গি করতে হবে, এছাড়া আমি তো আর অন্য কিছু খুঁজে পাই না! একি আমারই দোষ!?

ব্যাপারটা নিয়া আমার এক কলিগের সরণাপন্ন হলাম। কলিগ অনেস্টলি যেটা বললেন সেটাও আমার সাথে অনেকটাই মিলে গেল। ওনি আরো বললেন যে, ওনি নামাজে দাড়াইয়া সপ্তম আসমানে আল্লাহকে বিশাল এক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত অবস্থায় কল্পনা করেন যেমন হিন্দু, বৌদ্ধ, বা অন্য কিছু ধর্মাবলম্বীরা তাদের গডদের মূর্তির দিকে মনোযোগী হয়ে ওয়্যারশিপ (Worship) করে। এবং ওনার এই কাল্পনিক আল্লাহর ফর্ম আমাদের চারিপাশের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের গডের ফর্ম থেকেই আসে। কারণ কোন একটা রেফারেন্স ছাড়া আমারা তো কিছু কল্পনাও করতে পারি না। ওনি আরও কল্পনা করেন যে, সিংহাসনে আল্লাহ এক বিশাল ছড়ি হাতে নিয়ে বসে আছেন। ওনি তার মনের বাস্তব অনুভূতিগুলোই বলেছেন। ওনিও আমার সাথে একমত যে, কোনরকম অবয়ব (any kind of form) ছাড়া কাউকে ওয়্যারশিপ করা অসম্ভব বা কোনভাবে ক্ষণিকের জন্য সম্ভব হলেও সেটার মধ্যে কোনরকম গভীরতা থাকবে না এবং সেটার রেশ ও বেশীক্ষন ধরে রাখা সম্ভব না।

সকল মানুষের মন নাকি একই কথা বলে কিন্তু মৌখিক বহিঃপ্রকাশ অনেকসময় আলাদা হয়। আমি জানিনা যারা নামাজ পরেন তারা ব্যাপারটাকে কিভাবে দেখেন। সবারই কি আমাদের মতই কিছু একটা অনুভূতি হয় নাকি এর ব্যতিক্রম ও আছে। নীরাকার, অর্থাৎ নাথিং/শূন্য/ ভ্যাকুয়ামের প্রতি গভির শ্রদ্ধাবোধ/ভয়/ভালোবাসা আসবে কিভাবে? কেহ কেহ বলতে পারে যে বিশাল এক শক্তিকে (Power) কল্পনা করে নেওয়া যায়। কিন্তু সেই শক্তিকেই কোন রকম অবয়ব প্রদান ছাড়া সেটার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা আসা কি সম্ভব? শক্তি এমন একটা জিনিস যেটাকে মনের মধ্যে কোনভানেই গেঁথে রাখা সম্ভব নয় যদিনা সেটার কোন রকম একটা Physical Form তৈরী করে নেওয়া হয়।

যেমন, হিন্দুরা তাদের গডদের মানুষ বা অন্য কিছু আকৃতির একটা অবয়ব (মূর্তি) দিয়ে সেই মূর্তির আড়ালে তাদের গডদের ওয়্যারশিপ করে। ফলে তারা গডের প্রতি একটা perpetual অনুভূতিও ধরে রাখতে পারে যেহেতু তারা গডকে সবসময় একই অবয়বে দেখছে। একই কথা সত্য বুদ্ধদের বেলায় কারণ তারা বুদ্ধাকে মূর্তির অবয়বে ধরে রেখেছে। কনফিউসিয়ানরা ও সম্ভবতঃ একই ভাবে ফলো করে। এমনকি খৃষ্টানরা পর্যন্ত Jesus Christ কে গডের একটা ফর্ম (one of the form of trinity) দিয়ে ওয়্যারশিপ করে। জিউসরা কি করে আমি

ঠিক জানিনা। কিন্তু মুসলিমরা দেখা যাচ্ছে যে নীরাকার আল্লাহকে (গড) ওয়ারশিপ করে। এটা কিভাবে সম্ভব?

সংক্ষেপে আমার প্রশ্নটি হইলো, কোন রকম অবয়ব প্রদান ছাড়া (এমনকি কল্পনাতে হলেও) কাউকে গভীরভাবে এবং perpetually ওয়ারশিপ/ভক্তিশ্রদ্ধা করা সম্ভব কি না? যদি সম্ভব হয়, কিভাবে। কল্পনাতেও একটা অবয়ব ধরে নিলেও সেটা কি একধরনের মূর্তিপূজা হয়ে গেল না? আর কল্পনাতেও যদি কোন অবয়ব ধরে না নেওয়া যায় সেক্ষত্রে কিভাবে সম্ভব কারো ওয়ারশিপ করা?

এই লেখাটিতে অনুপ্রেরনা যোগিয়েছেন Hazrat Inayat Khan. ওনি লিখেছেনঃ

"No doubt it is true that God cannot be worshipped without idolatry in some form or other, although many people would think this absurd. God is what man makes Him, though His true being is beyond the capacity of man’s making, or even perceiving, and thus the real belief in God is unintelligible. Only that part of God is intelligible which man makes. Man makes it in the form of man or out of the attributes, which seem to him good in man."

URL: http://rosanna.com/message/IX/IXp4.htm

ধন্যবাদ।

রায়হান।